ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার

أحكام وآداب إسلامية – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

أحكام وآداب إسلامية

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة السادسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)

أحكام وآداب إسلامية – باللغة البنغالية / الزلفي ١٤٢٠
٦٨ ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٦-٥٧- ٨١٣-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)

١-الآداب الإسلامية
أ. العنوان

ديوي ٢١٢ ١٤٢٠/٠٩٠٧

رقم الإيداع : ١٤٢٠/٠٩٠٧
ردمك : ٦-٥٧- ٨١٣-٩٩٦٠

أحكام وآداب إسلامية

ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার

ইখলাস ও হৃদয়কে বিশুদ্ধকরা ও মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় রাখা

قال الله تعالى: ﴿ وَماَ أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾[البينة٥]

মহান বলেন, “তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে।” (সূরা বায়্যিনা ৫)

وقال تعالى: ﴿ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِيْنِي ﴾ [الزمر١٤]

মহান আরো বলেন, “বলে দাও, আমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে তাঁরই ইবাদত করি।” (সূরা যুমার ১৪)

وقال: ﴿ قُلْ إِنْ تُخْفُوْا ماَ فِيْ صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾ [آل عمران٢٩]

তিনি আরো বলেন, “বলো, তোমাদের মনে যা আছে, তা যদি তোমরা গোপন রাখো কিংবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন।” (সূরা আল-ইমরান ২৯)

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّماَءِ ﴾ [آل عمران ٥]

তিনি আরো বলেন, “আসমান ও যমীনের কোনো জিনিসই আল্লাহর নিকট গুপ্ত নয়।” (সূরা আল-ইমরান ৫)

وَعَنْ عُمُرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي الله عنه-قَالَ: سَمِعْتُ الرَّسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)))) [رواه البخاري ومسلم]

উমার ইবনে খাত্তাব-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে। তাই প্রত্যেকেই যে নিয়তে কাজ করবে, সে তা-ই পাবে।" (বুখারী ১-মুসলিম১৯০৭)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ–رضي الله عنه– أَنَّ النَّبِي–ﷺ– قَالَ: ((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ)) [البخاري ٩٩]

আবূ হুরাইরা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে ঐ ব্যক্তি, যে নিষ্ঠার সাথে অন্তর থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে হবে।" (বুখারী ৯৯)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ–رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ أَمْوالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)) [مسلم ٢٥٦٤]

আবূ হুরাইরা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের শরীর ও সম্পদের প্রতিপাত করেন না, বরং তিনি তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।" (মুসলিম ২৫৬৪)

وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ–رضي الله عنه–قال: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبَعِ

السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)) [رواه الترمذي]

আবূ যার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “সর্বত্র আল্লাহকে ভয় করো, মন্দ ও অসৎ কাজ হয়ে গেলে সৎ কাজ করো তা পাপ কাজকে মুছে দিবে এবং মানুষের সাথে সদাচারণ করো।” (তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। আমল আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার জন্য ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কোনো কিছু করা পূর্বশর্ত। অনুরূপ দ্বিগুণ প্রতিদান পাওয়াও তার উপর নির্ভর করে।

২। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ শির্ক থেকে বহু ঊর্ধ্বে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কৃত আমল ব্যতীত তিনি আর কিছুই গ্রহণ করেন না। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআ’লা বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবে, আমি তাকে তার শির্ক সহ বর্জন করবো।”

৩। আল্লাহভীতি অর্জন এবং আল্লাহকে সর্বাবস্থায় সকল কিছুর পর্যবেক্ষক বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কেননা, আকাশ ও যমীনে কোনো জিনিস তাঁর অগোচরে নয়।

(২) শির্ক থেকে সতর্কতা ও তাওহীদের মাহাত্ম্য

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان ١٣]

মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় শির্ক অতি বড় যুলুমের কাজ।" (সূরা লুকমান ১৩)

وقال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ أَن يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَّشاءُ﴾ [النساء ٤٨]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ শির্কের গুনাহ মাফ করবেন না, শির্ক ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে, তা যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।" (সূরা নিসা ৪৮)

وقال: ﴿وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ [الزمر ٦٥]

তিনি আরো বলেন "তোমার প্রতি ও তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী ও রাসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শির্ক করো, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।" (সূরা যুমার ৬৫)

وقال: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ﴾ [الذاريات ٥٦]

তিনি আরো বলেন, "আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, যাতে তারা আমার ইবাদত করে।" (সূরা যারিয়া-ত ৫৬)

وقال: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ﴾ [النحل ٣٦]

তিনি আরো বলেন, "আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে

দূরে থাক।” (সূরা নাহল ৩৬)

وَعَنْ جَابِرٍ –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ) [أخرجه مسلم ١٣]

জাবের-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে, সে তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করতো না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে শির্ক নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।” (মুসলিম ৯৩)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه– عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ)) [متفق عليه ٨٩–٢٧٦٧]

আবূ হুরাইরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, ধ্বংসকারী সাতটি বস্তু থেকে বাঁচো! সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি বস্তু কি কি? তিনি-ﷺ-উত্তরে বলেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা---।” (বুখারী ২৭৬৭-মুসলিম৮৯)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ –رضي الله عنه– قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ النبي –صلى الله عليه وسلم– عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِيْ مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً، وَحَقُّ العِبَادِ

عَلَى اللهِ أَلاَّ يُعَذِّبَ مَن لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً)) [البخاري ٣٠ ومسلم ٥٩٦٧]

মুআ'য ইবনে জাবাল-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপরে আল্লাহর নবীর পশ্চাতে বসেছিলাম। অতঃপর আল্লাহর রাসূল-ﷺ-আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, হে মুআ'য! বান্দাদের উপর আল্লাহর এবং আল্লাহর উপর বান্দাদের অধিকার কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক তথা অধিকার হল এই যে, তারা ইবাদত করবে শুধু মাত্র তাঁরই এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না। আর আল্লাহর কাছে বান্দাদের আবদার হল এই যে, তিনি শির্কমুক্ত বান্দাকে শাস্তি দিবেন না।" (বুখারী৫৯৬৭-মুসলিম৩০)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। শির্কের গুনাহ এত গুরুতর যে, তাওবা করা ব্যতীত আল্লাহ তা মাফ করবেন না। অথচ অন্যান্য গুনাহ ইচ্ছে করলে তিনি মাফ করে দিবেন।

২। যে শির্কের উপর মৃত্যু বরণ করবে, তার আমল যেমন বিফল হবে, তেমনি জাহান্নামই হবে তার অনন্ত-অশেষ কালের জন্য অবধারিত পরিণতি।

৩। এতে তাওহীদ তথা একত্ববাদের মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়, যা হলো জ্বিন ও মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এবং জান্নাত লাভের ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রধান পূর্বশর্ত।

৩। লোক প্রদর্শন করে আমল করার ভয়াবহতা এবং তা হল শির্ক।

قال تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ ساَهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْن ﴾ [الماعون ٨]

মহান আল্লাহ বলেন, "সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা) করে।" (সূরা মা-ঊন ৪-৭)

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ–رضي الله عنه–قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ، نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ للهِ أَحَداً فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

আবূ সা'দ ইবনে ফাজালাহ-রাযিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কিয়ামতে আল্লাহ যখন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন, যে দিনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, সেদিন একজন ডাক দিয়ে বলবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কৃত আমলে অন্য কাউকে তাঁর সাথে শরীক করেছে, সে যেন তার কর্মের প্রতিফল ও প্রতিদান তারই (শরীকের) নিকট কামনা করে। কারণ, আল্লাহ শির্ককারীদের আরোপিত শির্ক থেকে একেবারে মুক্ত ও সম্পর্ক- হীন।" (তিরমিজী ও ইবনে মাজাঃ হাদীসটি হাসান)

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ –ﷺ– قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ: قُلْنَا بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَن يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِن نَظَرِ رَجُلٍ)) [رواه ابن ماجة]

আবূ সাঈদ খুদরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদের নিকটে উপস্থিত হলেন, যখন আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তোমাদেরকে কি এমন জিনিসের সংবাদ দেব না, যেটা আমার নিকট দাজ্জালের থেকেও অধিক ভয়াবহ? আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, তা হল, ক্ষুদ্র বা লঘু শির্ক। কোনো ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং এই মনে করে অতি সুন্দর করে নামায আদায় করে যে, কোনো লোক তার দিকে তাকিয়ে আছে।” (ইবনে মাজা, হাদীসটি হাসান)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রিয়া বা লোক প্রদর্শন করে আমল করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং কঠোরভাবে তা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, রিয়াকারের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২। কোনো কোনো সময় মানুষ রিয়ার মধ্যে পতিত হয় পড়ে, অথচ সে অনুভব করতে পারেনা।

৩। লোক দেখানো আমল প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তা গ্রহণযোগ্য হয় না।

(৪) দুআ'

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُم﴾ [غافر ٦٠]

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের দুআ' কবুল করবো।" (সূরা মু'মিন ৬০)

و قال : ﴿وَإِذاَ سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَإِنِّى قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة ١٨٦]

তিনি আরো বলেন, "হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তবে তাদের বলে দাও যে, আমি তাদের অতি নিকটে। আমাকে যে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।" (সূরা বাক্বারা ১৮৬)

وقال: ﴿أُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ﴾ [الأعراف ٥٥]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘন-কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফঃ৫৫)

وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ –رضي الله عنه– عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ))

নো'মান ইবনে বাশীর-রضي الله عنه-নবী করীম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "দুআ'ই হলো ইবাদত।" (তিরমিজী, আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ -ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: ((أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) [رواه مسلم ٤٨٢]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, বান্দা সেজদারত অবস্থায় তার প্রতিপালকের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সেজদায় বেশি বেশি দুআ করো।" (মুসলিম৪৮২)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ)) [رواه أبوداود]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দুআ'র মধ্যে জামে (বহুল অর্থ বিশিষ্ট সংক্ষিপ্ত) দুআ' পছন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য সব দুআ পরিহার করতেন।" (আবূ দাউদ)

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- قَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا)) [مسند أحمد]

উবাদা ইবনে সামেত-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন কোনো মুসলিম কোনো এমন দুআ করে যে দুআতে না থাকে কোনো পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা, তখন আল্লাহ তাকে তিনটি জিনিসের কোনো একটি দান করেন। হয় সে তার দুআ'র ফল

দুনিয়াতেই পেয়ে যায় অথবা এই দুআ'র ফল আখেরাতে দেওয়ার জন্য সুরক্ষিত রাখেন অথবা সেই ধরনের কোনো অনিষ্টকর জিনিস থেকে তাকে রক্ষা করেন।" (আহমদ)

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: ((دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ)) [رواه مسلم ٢٧٣٣]

উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কোনো মুসলিম তার অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দুআ করলে, তা কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন দায়িত্বশীল ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখনই সেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোনো কল্যাণের দুআ' করে, তখনই ঐ দায়িত্বশীল ফেরেশতা বলেন, 'আ-মীন' তোমার জন্যও অনুরূপ।" (মুসলিম ২৭ ৩৩)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দুআ' যেহেতু ইবাদত বিধায় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে তা করা চলে না। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে দুআ' করবে, তার এই দুআ' শির্কে পরিণত হবে। জেনে রেখো, দুআ'র বিরাট মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দুআ'কে ইবাদত বলে গণ্য করেছেন, অর্থাৎ ইবাদতের মহান রুকন।

২। ধীরস্থিরভাবে কোনো শব্দ না করে দুআ' করা মুস্তাহাব। তেমনি জামে (বহুল অর্থ বিশিষ্ট স্বল্প) বাক্য দ্বারা দুআ করা বিধেয়।

৩। মানুষকে তার জান-মাল ও সন্তানাদির উপর অভিশাপ করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

৪। অনুপস্থিত মুসলিমদের জন্য দুআ করা মুস্তাহাব।

৫। আল্লাহ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করলে এটা জরুরী নয় যে, সাথে সাথেই তাকে তা দান করবেন, বরং কখনো তার দুআ'র দরুন কোনো অনিষ্টকারিতা তার থেকে দূর করেন অথবা আখেরাতে তাকে দেয়ার জন্য তা সুরক্ষিত রাখেন, যে দিন প্রতিফলের অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করবে।

(৫) ইলম

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ﴾ الزمر ٩

মহান আল্লাহ বলেন, "ওদের বলো, যারা জানে এবং যারা জানেনা, তারা কি সমান?" (সূরা যুমার ৯)

وقال: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة ١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।"

وقال: ﴿وَقُل رَبِّ زِدْنِى عِلْماً﴾ [طه ١١٤]

"বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান করো।" (সূরা ত্বোহা ১১৪)

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر ٢٨]

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই তাঁকে (বেশি) ভয় করে।" (ফাতিরঃ২৮)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–: ((مَن يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ)) [رواه البخاري ١٠٣٧ ومسلم ٧١]

মুআ'বিয়া-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।" (বুখারী-মুসলিম)

وَعَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه– أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((مَنْ عَلَّمَ عِلْماً فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ)) [رواه ابن ماجة]

আনাস-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ইলম শেখাবে, সে ততটাই প্রতিদান পাবে, যতটা আমলকারী পাবে। তবে আমলকারীর প্রতিদানে কোনো ঘাটতি আসবে না।" (ইবনে মাজা, হাদীসটি হাসান)।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ، إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ)) [رواه مسلم ١٦٣١]

আবূ হুরাইরা-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন, "মানুষ যখন

মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সাওয়াব সে পেতে থাকে। সাদকায়ে জারিয়াহ, এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সুসন্তান যে তার জন্য দুআ' করে।" (মুসলিম ১৬৩১)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ –رضي الله عنه– أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((فَوَاللهِ لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)) [رواه البخاري ٢٩٤٢]

সাহল ইবনে সা'দ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-رضي الله عنه-বলেন, "আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে কোনো একটি লোকও যদি হেদায়াত পেয়ে যায়, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।" (বুখারী)

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ –رضي الله عنه– أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: (بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً) [رواه البخاري ٣٤٦١]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেন, "আমার কাছ থেকে একটি বাক্য জেনে থাকলেও তা অন্যদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।" (বুখারী৩৪৬১)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে ইলম ও আলেমগণের মর্যাদার কথাই বলা হয়েছে। যে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তার জন্য আল্লাহর কল্যাণকামিতাই প্রমাণ করে। অনুরূপ জ্ঞান অন্বেষণ করা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যমও বটে।

২। মানুষকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করা এবং স্বল্প হলেও জ্ঞান প্রচারের প্রতিদান অনেক অনেক বেশী। আর তা মৃত্যুর পরেও মানুষের কাজে আসবে।
৩। নফল ইবাদতের চেয়ে ইলম তথা জ্ঞানার্জন করা উত্তম ও শ্রেয়।
৪। সন্তানাদিদের সৎ ও উত্তম তারবীয়াতের প্রতি আগ্রহী হওয়া আবশ্যক।

(৬) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান

قال الله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران ١١٠]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে।" (সূরা আল-ইমরান ১১০)

وقال: ﴿ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ [ال عمران ١٠٤]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।" (সূরা আল-ইমরান ১০৪)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِي -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُوْلُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ)) [أخرجه مسلم ٤٩]

আবু সাঈদ খুদরী-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখবে, সে যেন তা হাত দিয়ে তা রোধ করে, হাত দিয়ে রোধ করার শক্তি না থাকলে, জিভ দিয়ে, তারও শক্তি না থাকলে, সে কাজকে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।" (মুসলিম ৪৯)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ) [أخرجه الترمذي]

হুযাইফা-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন, "সেই আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার জান! তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করো, অন্যথায় তোমাদের উপরে আযাব প্রেরণ করা হবে, তখন তোমরা আল্লাহকে ডাকলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না।" (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)।

وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُوْلُ: ((إِنَّ

النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَن يَعُمَّهُم اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ))

[أخرجه الترمذي وأبوداود]

আবূ বাকার সিদ্দীক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানুষ অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখাও যদি তার হস্তদ্বয় ধরে তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত না রাখে, তাহলে সকলেই আল্লাহর আযাবের শিকার হবে।" (তিরমিযী-আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান করা সাফল্যের উপকরণ।

২। যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখবে, সাধ্যানুসারে সে কাজে বাধা প্রদান করা তার উপর ওয়াজিব।

৩। সামর্থ্যবান ব্যক্তিই হাত দ্বারা বাধা প্রদান করবে, যেমন বাড়ীতে পিতা অথবা শাসক অথবা শাসক কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি।

৪। বাধা প্রদানকারীর অন্যায়কে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তা থেকে পৃথক থাকা অপরিহার্য।

৫। ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান না করা, দুআ কবুল না হওয়ার এবং আল্লাহর আযাবের কারণ।

(৭) ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের আদবসমূহ

قال الله تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل ١٢٥]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, " তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করো সদ্ভাবে।" (সূরা নাহল ১২৫)

وقال تعالى:﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاًّ غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران ١٥٩]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়তো।" (সূরা আল-ইমরান ১৫৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ–ﷺ–: ((إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ) [متفق عليه ٢٥٩٣–٦٩٢٧]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল, তাই তিনি প্রতিটি কাজে বিনয়, কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন।" (বুখারী৬৯২৭-মুসলিম ২৫৯৩)

وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: ((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يَنْزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ)) رواه مسلم ٢٥٩٤

নবী করীম-ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নবী করীম-ﷺ- থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি-ﷺ-বলেছেন, "যে জিনিসে কোমলতা থাকে কোমলতা সেটাকে সৌন্দর্যমূণ্ডিত করে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেটা দোষ ও ত্রুটিযুক্ত হয়।" (মুসলিম)

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- يَقُوْلُ: ((مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ)) [رواه مسلم ٢٥٩٢]

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ-رضي الله عنه-বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম ২৫৯২)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা ও নম্র আচরণের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা, এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ও অন্যান্য সকল দাওয়াতী কাজে হিকমত অবলম্বন করা।

২। প্রতিটি বিষয়ে সদয় ও নম্র হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা, যে সদয় ও নম্র ব্যবহার থেকে বঞ্চিত, সে প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত।

(৮) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

قال الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً﴾ [العنكبوت ٨]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আনকাবূত ৮)

وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً﴾ [الإسراء ٢٣]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা কেবল মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছে যায়, তবে তোমরা তাদেরকে 'উঃ' পর্যন্ত বলবে না; তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে।" (সূরা ইসরা ২৩)

وقال سبحانه: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان ١٤]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত

হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা লুকমানঃ১৪)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ-رضي الله عنه- قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ((قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: (((الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)) [رواه البخاري ٨٥ ومسلم ٥٢٧]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে কাছে সব চেয়ে বেশি উত্তম? তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামাজ আদায় করা।" আমি পুনরায় বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" (বুখারী মুসলিম)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ-صلى الله عليه وسلم-فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: (أُمُّكَ) قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ (أُمُّكَ) قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ (أُمُّكَ) قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ (أَبُوْكَ)) [متفق عليه ٥٩٧١-٢٥٤٨]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো,

তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার বাপ।" (বুখারী৫৯৭১-মুসলিম২৫৪৮)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ইসলাম পিতা-মাতার যথাযথ মর্যাদা সুনিশ্চিত ক'রে তাদের আনুগত্য ও তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

২। যথাসময়ে নামায আদায় করার পর আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় আমল হচ্ছে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩। তাদের অবাধ্যতা এবং তাদের সাথে রুঢ় কথা বলা এমনকি 'উঃ' পর্যন্ত বলার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

৪। আনুগত্য ও সদ্ব্যবহারে মায়ের অধিকার বাপের চেয়ে বেশী।

(৯) সচ্চরিত্রতা

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم ٤]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "নিশ্চয় তুমি নৈতিকতার উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত।" (সূরা ক্বালাম ৪)

وقال الله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران ١٥٩]

"আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে

পড়তো।” (সূরা আল-ইমরান ১৫৯)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ –ﷺ– أَنَّ النَّبِيَّ –ﷺ– قَالَ: ((مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيْءَ))

আবূর্দ্দা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে অন্য বস্তু কোনো অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ অশ্লীল ভাষী ও বদমেজাজীকে ঘৃণা করেন।” (তিরমিযী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –ﷺ– قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ –ﷺ– مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ((تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)) [رواه ابن ماجة]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন্ বস্তু অধিকহারে (মানুষকে) জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।” (ইবনে মাজা হাদীসটি হাসান)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –ﷺ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –ﷺ–: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)) [رواه الترمذي]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “মু’মিনগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সব চেয়ে বেশী উন্নত এবং তোমাদের মধ্যে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা সর্বাপেক্ষা উত্তম।” (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺ-يَقُوْلُ: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ)) [رواه أبوداود]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় মু'মিন মহৎ চরিত্রের গুণে রাত জেগে ইবাদতকারী রোজাদারের মর্যাদা পায়।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। রাসূলের উন্নত নৈতিকতা ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যের বর্ণনা।

২। সচ্চরিত্রের মর্যাদা ও তাৎপর্য এত যে, এটাই জান্নাত লাভ ও মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। আর এটাই বেশি সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। কিয়ামতের দিনে আমল মাপা হবে এবং তাতে সচ্চরিত্র ও আল্লাহভীতি সর্বাধিক ভারী হবে।

৩। সুন্দর কথা ও কাজের উপর ইসলাম সকলকে উৎসাহিত করেছে এবং অশ্লীল বচনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

৪। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর জীবন-যাপন ও সদাচারণের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

৫। ঈমান পুণ্যময় কাজের ফলে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কারণে হ্রাস পায়।

(১০) কোমলতা ও ধীরস্থিরতা

قال الله تعالى:﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ

لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران ١٥٩]

আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়তো।" (সূরা আল-ইমরান ১৫৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)) [متفق عليه ٢٥٩٣-٦٩٢٧]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ ও কোমল। তিনি প্রত্যেক জিনিসে কোমলতা ও নম্র আচরণ পছন্দ করেন।" (বুখারী৬৯২৭-মুসলিম ২৫৯৩)

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ((إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ)) [رواه مسلم ١٧]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আশাজ্জে আব্দুল কায়েসকে বলেছিলেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হল ধীরস্থিরতা।" (মুসলিম ১৭)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ-ﷺ-قَالَ: ((إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ)) [رواه مسلم ٢٥٩٤]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, যে জিনিসে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটিকে সৌন্দর্যে ভরে দেয়। আর যে জিনিস থেকে কোমলতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, সেটা দোষ ও ত্রুটীযুক্ত হয়।" (মুসলিম ২৫৯৪)

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ)) [رواه مسلم ٢٥٩٢]

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ-رضي الله عنه-বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, যাকে কোমলতা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে সব রকমের কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত করা হয়েছে।" (মুসলিম ২৫৯২)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। কোমলতা আল্লাহর পছন্দনীয় বস্তু এবং কোমলতা ও সহনশীলতা কল্যাণও টেনে আনে।

২। সৃষ্ট জীবের সাথে সদয় ভাব, নম্র আচরণ ও সহানুভূতি জান্নাতী লোকের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণ।

৩। ক্রোধ ও উগ্রস্বভাব থেকে বাঁচার এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার রয়েছে বড় তাৎপর্য।

(১১) দয়া-দাক্ষিণ্য

قال الله تعالى عن نبيه محمد-ﷺ ﴿ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [التوبة ١٢٨]

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে বলেন, "মু'মিনদের জন্য

তিনি সহানূভূতিশীল ও করুণাসিক্ত।" (সূরা তাওবা ১২৮)

وقال عن المؤمنين: ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح ٢٩]

মহান আল্লাহ মু'মিনগণের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে বলেন, "তারা পরস্পর পূর্ণদয়াশীল ও মমতাময়।" (ফাতহ ২৯)

عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ –ﷺ– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –ﷺ–: ((لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَن لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ)) [رواه البخاري ٧٣٧٦]

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ প্রতিও অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করবেন না।" (বুখারী ৭৩৭৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –ﷺ– قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ –ﷺ– يَقُوْلُ: (لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ) [أخرجه أحمد، والترمذي]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-বলেন, আমি সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী আবুল কাসেম-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "দয়া শুধু মাত্র দুর্ভাগা লোক থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়।" (আহমদ ও তিরমিজী)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। দয়া মুসলিমদের মহৎ গুণ।

২। মানুষকে দয়া করা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত।

৩। অন্তর হতে দয়া লোপ পাওয়া ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের পরিচয়।

(১২) যুলুম করা হারাম

قال الله تعالى: ﴿ماَ لِلظاَّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلاَ شَفِيْعٍ يُطاَعُ﴾ [غافر ١٨]

মহান আল্লাহ বলেন, "জালেমদের জন্য কেউ দরদী ও সহাবুভুতিশীল বন্ধু হবে না, আর না এমন কোনো সুপারিশকারী হবে, যার কথা মেনে নেওয়া হবে।" (সূরা মু'মিনঃ১৮)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ -ﷺ-عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ -فِيْمَا يَرْوِيْ عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: ((يَا عِبَادِيْ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلاَ تَظَالَمُوا- --الحديث)) [رواه مسلم ٢٥٧٧]

আবূ যার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না।" (মুসলিম ২৫৭৭)

وَعَنْ جَابِرٍ-ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ: ((اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ--- الحديث)) [أخرجه مسلم ٢٥٧٨]

জাবের-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, যুলুম করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, যুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধাকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে।" (মুসলিম২৫৭৮)

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-ﷺ- فِي حَدِيْثِ بَعْثِهِ إِلَى الْيَمَنِ أَنَّ رَسُوْلَ الله-ﷺ-قَالَ:

((وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) [متفق عليه]

মুআ'য ইবনে-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মযলুম তথা নির্যাতিত লোকের অভিশাপকে ভয় করো, কেননা, তার (বদ) দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোনো আড়াল নেই।" (বুখারী ৪৩৪৭-মুসলিম)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -ﷺ- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلاَّ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ) [أخرجه البخاري ٦٥٣٤]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, কোনো ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোনো দাবী থাকে, আর তা যদি তার মান-মর্যাদার উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুলুম নির্যাতন সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন-নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামতের দিন) তার যুলুমের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে তার প্রতিপক্ষের গুনাহ থেকে যুলুমের সমপরিমাণ তার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হবে।" (বুখারী ৬৫৩৪)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যুলুম হারাম এবং তৎসম্পর্কে কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে।

২। ইহকালে ও পরকালে নির্যাতনকারীর জন্য রয়েছে অশুভ পরিণাম

ও কঠিন শাস্তি।

৩। নির্যাতিত ব্যক্তির বদ্দুআ (অভিশাপ) আল্লাহ রদ করেন না।

(১৩) মুসলিমের রক্তের মান-মর্যাদা

قال الله تعالى:﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيْهاَ وَغِضَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْماً ﴾ [النساء ٩٣]

মহান আল্লাহ বলেন, “আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু’মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।” (সূরা নিসা ৯৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) “সর্ব প্রথম রক্তপাত সম্পর্কেই মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করা হবে।” (বুখারী-মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو–رضي الله عنه– أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَزِوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)) [رواه الترمذي والنسائي]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “একজন মুসলিমের হত্যার চেয়ে গোটা পৃথিবীটাই বিলীন হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট সহজ ও শ্রেয়।” (তিরমিজী ও নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ)।

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মুসলিমকে হত্যা করা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে এবং আল্লাহর নিকট মুসলিমের মান-মর্যাদার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

২। রক্তপাতের গুনাহ অতীব তীব্র হওয়ায় সে সম্পর্কেই কিয়ামতের দিন প্রথম বিচারকার্য সম্পাদিত হবে।

৩। ঘাতকের পার্থিব শাস্তি হল তাকে হত্যা করা এবং পরকালে জাহান্নামে চিরতরে অবস্থান।

(১৪) মুসিলমদের পারস্পরিক অধিকার

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات ١٠]

আল্লা তাআ'লা বলেন, "মু'মিনরা তো একে অপরের ভাই।" (সূরা হুজুরাত ১০)

عَنْ أَبِي مُوْسَى –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً)) [رواه البخاري ٢٥٨٥ ومسلم ٤٨١]

আবূ মুসা আশআরী-রাযিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "একজন মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য নির্মিত অট্টালিকার মত, যার একাংশ অন্যাংশকে শক্তি যোগায়।" (বুখারী ৪৮১-মুসলিম২৫ ৮৫)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –ﷺ–: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَخُوْنُهُ، وَلاَ يَكْذِبُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ (يترك نصرته)، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ

عِرْضُهُ، وَمَالُهُ، وَدَمُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ (أي يكفيه من الشر) أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)) [رواه الترمذي]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মুসলিমরা আপসে ভাই ভাই, কেউ কারো খিয়ানত করবে না, কেউ কারো সাথে মিথ্যা বলবে না এবং কেউ কারো সহযোগিতা থেকে দূরে থাকবে না। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ, ও মান-মর্যাদা অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহ ভীতির সম্পর্ক অন্তরের সাথে। কোনো মুসলিম ভাইকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা পাপ ও অন্যায় হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)।

وَعَنْ أَنَسٍ-رضي الله عنه-عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَ: ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) [متفق عليه ٢٥١٥-١٣]

আনাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তা তার অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে।" (বুখারী১৩-মুসলিম২৫১৫)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: ((مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ عَن مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ)) [رواه مسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভায়ের সহযোগিতা করতে থাকে আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন।" (মুসলিম ২৬৯৯)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মু'মিনরা আপসে ভাই ভাই। ছোট হোক বা বড় হোক, শাসক হোক অথবা শাসিত।

২। মুসলিমদেরকে একে অপরের সহযোগিতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সহযোগিতার মুখাপেক্ষী ব্যক্তির সহযোগিতা করার কথা বলা হয়েছে, তবে অন্যায় কাজে নয়।

৩। অভাবীদের সহযোগিতার অনেক মাহাত্ম্য ও প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

(১৫) প্রতিবেশীর অধিকার

قال الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى

الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَساكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ﴾ [النساء ٣٦]

মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো ও কোনো কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী এবং পথচারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।" (সূরা নিসা ৩৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم-قَالَ: ((وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ!)) قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((الَّذِيْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ)) [البخاري ٦٠١٦]

আবূ হুরাইরা-রাদিয়াল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়; আল্লাহর শপথ! সে মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" (বুখারী)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-قَالَ: قَالَ رَسوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) [رواه البخاري ٤٧ ومسلم ٦٠١٨]

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সাদরে গ্রহণ ক'রে আপ্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নীরব থকে।” (বুখারী ২০১৮-মুসলিম ৪৭)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার সহ তার কোনো অনিষ্ট সাধন না করতে তাকিদ করা হয়েছে।

২। ঈমানের পূর্ণতা লাভের দাবীই হল প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তার কোনো অনিষ্ট না করা যদিও সে অমুসলিম হয়।

(১৬) জিভের ভয়াবহতা

قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴾ ق ١٨

আল্লাহ বলেন, “যে শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয়, তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত রয়েছে।” (সূরা ক্বা-ফঃ১৮)

وقال سبحانه: ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهُ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ﴾ [الإسراء ٣٦]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, “এমন কোনো জিনিসের পিছনে পড়ো না, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিত কান, চক্ষু ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।” (সূরা ইসরা ৩৬)

وَعَنْ أَبِي مُوْسَى –رضي الله عنه– قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِه)) [رواه البخاري ٤٠ ومسلم ١٠]

আবূ মূসা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তিনি বললেন, “যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদে থাকে।” (বুখারী ১০-মুসলিম ৪০)

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ –رضي الله عنه– عَنْ رَسُوْلِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ: ((مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ)) [رواه البخاري ٦٤٧٤]

সাহল ইবনে সা’দ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমাকে তার দু’চোয়ালের মধ্যবর্তী জিনিস (জিহবা)-এর এবং দু’পায়ের মধ্যবর্তী জিনিস (যৌনাঙ্গ)-এর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিবে, তার জন্য আমি জান্নাতের যামিন হতে পারি।” (বুখারী৬৪৭৪)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه– أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُوْلُ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ)) [البخاري ٦٤٧٧] وفي رواية أحمد ((بين المشرق وَالْمَغْرِبِ))

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম-ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘটে (ফলে সে) পূর্বের দূরত্ব থেকেও বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" (বুখারী৬৪৭৭) আর মুসনাদ আহমাদ-এর এক বর্ণনায় এসেছ, ((পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী থেকেও))

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। জিহবার গুরুত্ব ও আশঙ্কা খুবই বেশী বিধায় তা থেকে সতর্ক থাকা অপরিহার্য। (মানুষ কোনো কোনো সময়) বিবেচনা না করে দ্বিধাহীন কণ্ঠে একটি কথা বলার কারণে জাহান্নামে পতিত হয়। ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছুতে জিভের ব্যবহার জাহান্নামে নিক্ষেপ হওয়ার একটি কারণ। অনুরূপ তার সদ্ব্যবহার জান্নাত লাভের একটি মাধ্যমও। বহু মানুষ জিভের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে তার অহেতুক ব্যবহারে ভুল করে বসে।

২। মানুষের কথা ও কর্ম উভয়ের হিসাব হবে, আর শরীরের সর্বাধিক আশঙ্কাজনক অংশ হচ্ছে জিভ ও লজ্জাস্থান।

(১৭) গীবত হারাম

قال الله تعالى: ﴿وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ﴾ [الحجرات ١٢]

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত

খেতে পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাই তো এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো।" (হুজুরাতঃ১২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -ﷺ-أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺقَالَ: ((أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ)) [مسلم]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমাদের (কোনো) ভাইয়ের এমন প্রসংগ আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। বলা হলো, এ ব্যাপারে আপনার কি মত যে, আমরা যা আলোচনা করি, তা যদি তার মধ্যে থেকে থাকে? তিনি বললেন, যে দোষ তোমরা বর্ণনা করো, তা যদি সত্যিই তার মধ্যে থেকে থাকে, তবেই তো গীবত করা হবে। আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।" (মুসলিম ২৫৮৯)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ-ﷺ-: (حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا (تعني أنها قصيرة)، فَقَالَ: ((لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ)) [رواه أبوداود]

আয়েশা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম-ﷺ-কে বললাম, সাফিয়ার ব্যাপারে এই দোষগুলো (বেঁটে হওয়া) আপনার

জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, তুমি এমন একটি (তিক্ত) কথা বলেছো যে, তা যদি সাগরের পানিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাগরের পানিকে তিক্ত ও পরিবর্তন করে দিবে।" (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺ- قَالَ: ((كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)) [رواه مسلم ٢٥٦٤]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মান-ইজ্জত ও ধন-সম্পদ অপর মুসলিমের জন্য হারাম ও সম্মানের যোগ্য।" (মুসলিম ২৫৬৪)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ- عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ-أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)) [رواه البخاري ٦٠١٨ ومسلم ٤٧]

আবূ হুরাইয়রা-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (বুখারী ৬০১৮-মুসলিম ৪৭)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ-ﷺ-عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَ: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) [رواه الترمذي]

আবূ দারদা-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গীবত খণ্ডণ করবে, (অর্থাৎ, তার তরফ থেকে প্রতিবাদ করবে) আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন

থেকে রক্ষা করবেন।” (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)।

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। পরচর্চা ও গীবত হারাম। তা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এবং পর-চর্চাকারীর জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২। কোনো মানুষের এমন প্রসঙ্গ আলোচনা করা, যা সে পছন্দ করে না, গীবতে পরিগণিত হয় এবং তা হারাম, যদিও উল্লিখিত বস্তু তার মধ্যে সত্যিকারেই পাওয়া যায়।

৩। গীবতকারীকে ঘৃণা করা এবং তাকে গীবত থেকে বাধা প্রদান করা অপরিহার্য। গীবত শোনাও হারাম। মুসলিমের মান-সম্মান রক্ষার মাহাত্ম্য এত বেশী যে, কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।

৪। গীবত এমন কথা বা ইঙ্গিতের দ্বারাও হয়ে থকে, যা মানুষ অপছন্দ করে।

(১৮) সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য ও মিথ্যাবাদিতার নিন্দা-বাদ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ﴾ [النحل١٠٥]

আল্লাহ বলেন, “মিথ্যা তো কেবল তারাই রচনা করে, যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী।” (সূরা নাহল ১০৫)

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ اتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ ﴾ [التوبة ١١٩]

তিনি আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।" (সূরা তাওবা ১১৯)

وقال: سبحانه: ﴿ فَلَوْ صَدَقُوْا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ [محمد ٢١]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে।" (সূরা মুহাম্মাদ ২১)

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِيْنَةٌ، وَ إِنَّ الْكَذِبَ رَيْبَةٌ)) [رواه الترمذي والنسائي]

হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ করো, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।" (তিরমিজী-নাসায়ী, হাদীসটি সহীহ)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-:((إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقاً، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً) [رواه البخاري ٢٦٠٧ ومسلم ٦٠٩٤]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" (বুখারী ৬০৯৪-মুসলিম ২৬০৭)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ –ﷺ–قَالَ: ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مَنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِن النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ)) [رواه البخاري ٥٨ ومسلم ٣٤]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে পাকা মুনাফিক বিবেচিত হবে। আর যার মধ্যে সেগুলোর কোনো একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে যতক্ষণ না তা পরিত্যাগ করবে, ততক্ষণ তার মধ্যেও মুনাফেকীর একটি খাসলাত বা স্বভাব আছে বলা হবে। আর তা (স্বভাব গুলো) হল, আমানতের খিয়ানত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা, ওয়াদাচুক্তি ভঙ্গ করা এবং ঝগড়ার সময় অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা।" (বুখারী৩৪-মুসলিম৫৮)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শিত হয়েছে। আর তা মুনাফেকদের স্বভাব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং সে সম্পর্কে কঠোর আযাবের কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

২। মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায় ও তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ সমূহের একটি কারণও বটে।

৩। সত্যবাদিতার মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ে সত্যের প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে।

৪। মিথ্যা মুনাফেকীর খাসলাত বা স্বভাবসমূহের একটি স্বভাব।

(১৯) তাওবা

قال الله تعالى: ﴿ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُم تُفْلِحُوْنَ﴾ النور ٣١

মহান আল্লাহ বলেন, “হে মু’মিনগণ! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (সূরা নূর ৩১)

وقال : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحا﴾ [التحريم ٨]

আল্লাহ তাআ’লা আরো বলেন, “হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহর নিকট তাওবা করো, খাঁটি ও সত্যিকার তাওবা।” (সূরা তাহরীম ৮)

عَن الْأَغَرِّ بْنِ يَسَارٍ الْمُزنِي-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)) [رواه مسلم ٢٧٠٢]

আগার ইবনে এসার মুযানী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা করো, কারণ আমি দিনে একশ' বার তাওবা করি।" (মুসলিম ২৭০২)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: ((اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلاَةٍ)) [البخاري ٢٤٩٨ ومسلم ٦٣٠٩]

আনাস ইবনে মালেক-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও অধিক আনন্দিত হোন, যে বান্দার উট মরু প্রান্তে নিখোঁজ হওয়ার পর পুনরায় সে তা পেয়ে যায় করে।" (বুখারী ৬৩০৯-মুসলিম২৪৯৮)

وَعَنْ أَنَسٍ-ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "প্রত্যেক আদম সন্তান দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে সর্বোত্তম ত্রুটিকারী তো সেই, যার ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" (তিরমিজী ও ইবনে মাজা, হাদীসটি হাসান)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ-ﷺ-قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন, "অবশ্যই মহান আল্লাহ মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বান্দার তাওবা গ্রহণ করে থাকেন।" (অর্থাৎ তার প্রাণ কন্ঠনালীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত)।

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي -ﷺ- عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ فِي النَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا)) [رواه مسلم ٢٧٥٩]

আবু মুসা আশআরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "অবশ্যই মহান আল্লাহ দিনে ত্রুটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য রাতে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আবার রাতে ত্রুটিকারীর তাওবাকে গ্রহণ করার জন্য দিনে তাঁর হাতকে প্রসারিত করে দেন। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এটা অব্যাহত থাকবে।" (মুসলিম ২৭৫৯)

উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ছোট-বড় প্রত্যেক গুনাহ থেকে সব সময় তাওবা করা অপরিহার্য। কারণ, তাওবাই বান্দার সাফল্য ও মুক্তির উপকরণ।

২। আল্লাহর নিকট তাওবার এত মর্যাদা যে, তাঁর রহমত এতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাওবা করলে তিনি আনন্দিত হোন।

৩। আদম সন্তান দ্বারা ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, তবে তাকে তাওবা করতে হবে এবং গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

তাওবার শর্তাবলী এবং তার কতিপয় বিধান

১। তাওবার সর্ব প্রথম শর্ত হলো, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পূর্বে ও আত্মা কণ্ঠনালীতে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে করতে হবে।

২। দ্বিতীয় শর্ত হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে করতে হবে, কারণ পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পর তাওবা কোনো কাজে আসবে না।

৩। যদি কোনো ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা সত্ত্বেও পুনরায় উক্ত পাপ করে বসে, তাহলে তার প্রথম তাওবা গ্রহণ হবে কিন্তু পরে কৃত পাপের জন্য পুনরায় তাকে তাওবা করতে হবে।

৪। পাপ পরিত্যাগ করবে, কৃত পাপের দরুণ অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে উক্ত পাপ না করার দৃঢ় পরিকল্পনা করবে।

(২০) সালাম করা

قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتاً غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور ٢٧]

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তার ঘর-ওয়ালাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম করো।" (সূরা নূর ২৭)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه– قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم–: ((لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى

تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)) [رواه مسلم ٥٤]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভাল না বাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে ন। আমি কি এমন কাজের কথা বলবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? সে কাজটি হচ্ছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন করো।" (মুসলিম ৫৪)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ-ﷺ-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺ-يَقُوْلُ: ((يَاأَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ)) [رواه ابن ماجة والترمذي]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হে "মানব সম্প্রদায়! (তোসরা) ব্যাপক হারে সালামের প্রচলন করো। (অভুক্তদের) আহার করাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় নামাজ পড়। তাহলে শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" (ইবনে মাজা ও তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ-أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺ-قَالَ: ((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ

فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ)) [رواه أبوداود و الترمذي]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ সভায় পৌঁছবে তখন সালাম দিবে। আর যখন সভা ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দিবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালাম অপেক্ষা বেশী উত্তম নয়।” (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

মাসায়েল

১। সালাম করার মাহাত্ম্য হলো, এটা পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টির অন্যতম কারণ যা জান্নাতে প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়।

২। পরিচিত ও অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম করা মুস্তাহাব। সালাম শুধু পরিচিতি সাপেক্ষ নয়।

৩। মাসনূন সালামের শব্দ হলো, ‘আসসালামো আলাইকুম’ যদি অ রাহমাতুল্লাহ’ এবং ‘অ বারাকাতুহু’ সংযুক্ত করে, তাহলে উত্তম। সালামের উত্তর প্রদানের বেলায়ও নিয়ম অনুরূপ।

৪। কাফেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম। তবে সে (কাফের) সালাম করলে, শুধু ‘অ আলাইকুম’ বলবে।

৫। একই মজলিসে কাফের ও মুসিলম উভয় ধরণের লোক থাকলে সেখানে (সাধারণ) সালাম পেশ করা জায়েয।

৬। দু’জন মুসলিম ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পুনরায় মিলিত হলে

তাদের একে অপরকে আবার সালাম করা মুস্তাহাব।

৭। কারো বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষেধ।

(২১) আহারের আদব

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي الْأَوَّلِ فَلْيَقُلْ حين يذك بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ)) [رواه الترمذي وأبوداود]

আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আহারে বসবে, তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে নেয়। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে, বলবে, 'বিসমি-ল্লাহি ফী আউওয়ালিহি অ আখিরিহি।" (তিরমিজী ও আবূ দাউদ)

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: (سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ) [متفق عليه ٢٠٢٢-٥٣٧٦]

উমার ইবনে আবূ সালামা-রাযিআল্লাহু আনহু-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাকে বললেন, "বিসমিল্লাহ" বলে খেতে আরম্ভ করবে। আর ডান হাত দিয়ে নিজের দিক থেকে খাবে।" (বুখারী ৫৩৭৬-মুসলিম ২০২২)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ-رضي الله عنه- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ-ﷺ-قَالَ: ((لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا)) [رواه مسلم ٢٠٢٠]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যেন বাম হাতে পানাহার না করে, কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।” (মুসলিম ২০২০)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- قَالَ: ((مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ)) [رواه البخاري ٢٠٦٤ ومسلم ٣٥٦٣]

আবূ হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-কোনো দিন কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। রুচিসম্মত হলে আহার করেছেন, অন্যথায় বর্জন করেছেন।” (বুখারী ৩৫৬৩-মুসলিম২০৬৪)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পানাহার আরম্ভ করা মুস্তাহাব। যদি কোনো ব্যক্তি প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ বলতে ভুলে যায়, তাহলে খাওয়াকালীন যখনই স্মরণ হবে, তখনই পড়ে নিবে।

২। বাম হাতে খাওয়া নিষেধ। এতে শয়তানের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। তবে কোনো ব্যক্তি ডান হাতে খেতে অক্ষম হলে, সে বাম হাতে খেতে পারে।

৩। খাওয়ার সুন্নত হলো, কোনো খাবারের দোষ বর্ণনা না করা। রুচিসম্মত হলে আহার করবে, অন্যথায় বর্জন করবে। তবে কাউকে দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত করাতে চাইলে করাতে পারে।

(২২) প্রস্রাব ও পায়খানার আদব

عَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه– قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ –صلى الله عليه وسلم–إِذَا دَخَلَ (أي إذ أراد دخول) الْخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ (الشر) وَالْخَبَائِثِ)) (الشياطين) متفق عليه

আনাস-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন পেশাবখানা ও পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন, "আল্লা হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-য়িসি" (হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। (বুখারী ১৪২-মুসলিম ৩৭৫)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ الله –صلى الله عليه وسلم–كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: ((غُفْرَانَكَ)) [رواه أبوداود والترمذي]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-যখন পেশাবখানা ও পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, "গুফরানাকা" (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) (আবূ দাউদ ও তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)

وَعَنْ جَابِرٍ –رضي الله عنه–عَنْ رَسُوْلِ الله–صلى الله عليه وسلم–أَنَّهُ نَهَى أَن يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ)) مسلم

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ স্থির বা বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।" (মুসলিম ২৮১)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য মুস্তাহাব হলো, প্রস্রাব-পায়খানা যাওয়ার ইচ্ছা করলে এই দুআ' পাঠ করা, 'আয়ুযু বিল্লাহি মিনাল খুবুসি অল খাবায়িসি' (হে আল্লাহ! আমি খবিস জিন ও জিন্নী থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) এবং পায়খানা থেকে বের হয়ে বলা, 'গুপরানাক, (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)

২। পেশাব পায়খানা করার সময় লোক চক্ষু থেকে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা অত্যাবশ্যক এবং মানুষের চলা ফেরার স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। ঘরের বাইরে (খোলা মাঠে) পেশাব-পায়খানা করলে কেবলাকে পেছন করে ও সম্মুখ ক'রে বসবে না।

৩। পেশাব পায়খানা থেকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখবে।

৪। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বিধায় মানুষের প্রতিটি বিষয়কে তুলে ধরে তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে, এমনকি পেশাব পায়খানার আদবের কথাও ছেড়ে দেয়নি।

(২৩) হাঁচি আসা ও হাই তুলা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه-عَنِ النَّبِيِّ-صلى الله عليه وسلم-قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَأَمَّا التَّثَاؤُبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ

مَا اسَتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ) [أخرجه البخاري]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-রাসূলুল্লাহ-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ হাঁচি ভালোবাসেন এবং হাইতুলাকে অপছন্দ করেন। অতএব যখন কোনো ব্যক্তি হাঁচির পর বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ' তখন শ্রবণকারী প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল, তার উত্তরে বলা, 'য়্যারহামু কাল্লাহ'। আর হাই তুলা শয়তান কর্তৃক হয়ে থাকে। অতএব যখন কোনো ব্যক্তির হাই আসে, সে যেন সাধ্যানুসারে তা রোধ করার চেষ্টা করে, কারণ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন হাই তুলে, তখন শয়তান হাসে।" (বুখারী৬২২৩)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –ﷺ–: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ للهِ وَلْيَقُل لَهُ أَخُوْهُ ـ أَوْ صَاحِبُهُ ـ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ)) [أخرجه البخاري ٦٢٢٤]

আবূ হুরাইরা থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেন বলে, 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং তার সাথী সঙ্গীরা যেন বলে, 'য়্যারহামুকাল্লাহ' অতঃপর সে যেন বলে, 'য়্যাহ-দিকুমুল্লাহ অ ইউসলিহ বালাকুম।' (বুখারী ৬২২৪)

وَعَنْ أَبِي مُوْسَى –رضي الله عنه– قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ –ﷺ– يَقُوْلُ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهُ فَشَمِّتُوْهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ)) أخرجه مسلم ٢٩٩٢

আবূ মূসা বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি. তিনি বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন হাঁচির পর বলে, 'আলহামদু-লিল্লাহ' তখন তোমরা তার উত্তরে বল, 'য়্যারহামুকাল্লাহ'। কিন্তু সে যদি 'আলহামদু লিল্লাহ' না বলে, তবে তোমরাও 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে না।" (মুসলিম ২৯৯২)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة–رضي الله عنه–أَنَّ النَّبِيَّ–ﷺ–كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ)) [رواه الترمذي وأبو داود]

আবূ হুরাইরা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-হাঁচির সময় স্বীয় মুখমণ্ডলকে হাত অথবা কাপড় দ্বারা ঢেকে নিতেন এবং শব্দকে দমন করতেন।" (তিরমিজী ও আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

উক্ত হাদীসসমূহের নির্দেশনাবলী

১। যখন হাঁচির পর কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, প্রত্যেক শ্রবণকারীর উত্তরে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলা মুস্তাহাব।

২। যদি হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে, তাহলে 'য়্যারহামু কাল্লাহ' বলা যাবে না।

৩। হাইকে রোধ করা ও দমন করা মুস্তাহাব।

৪। হাই আসার সময় মুখের উপর হাত রাখা মুস্তাহাব।

৫। হাঁচি আসার সময় মুখমূলকে হাত কাপড় অথবা রুমাল দিয়ে ঢাকা মুস্তাহাব।

৬। হাঁচির সময় জোরে শব্দ করা অপছন্দনীয়।

(২৪) কুকুর পোষা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-ﷺ-قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ-ﷺ-: ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ)) [رواه البخاري ٥٤٨١ ومسلم ١٥٧٥]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “যে ব্যক্তি গবাদি পশুর পাহারা দেওয়া বা শিকার করা কিংবা কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে, তার ভাল কাজের প্রতিদান থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ নেকী কমে যাবে।” (বুখারী৫৪৮১-মুসলিম১৫৭৫)

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ)) [رواه مسلم ٢٨٠]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন, “কুকুর পাত্রে মুখ লাগালে, সেটাকে সাতবার পানি দ্বারা ধুয়ে নাও এবং অষ্টমবারে মাটি দ্বারা মেজে নাও।” (মুসলিম১৮০)

নির্দেশনাবলী

১। শিকার অথবা গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম।

২। কুকুর পোষার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩। কুকুরের ছোঁয়া বস্তু খুবই নাপাক (অপবিত্র) বিধায় তা সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা মাজতে বলা হয়েছে।

(২৫) আল্লাহর যিকর বা স্মরণ

قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ [الجمعة ١٠]

মহান আল্লাহ বলেন, "আর আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো যাতে তোমরা সাফলকাম হতে পারো।" (সূরা জুমআ১০)

وقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْراً كَثِيْراً وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً ﴾ [الأحزاب ٤٢-٤١]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করো। আর সকাল ও সন্ধায় আল্লাহর মহিমা ও তাঁর প্রশংসা করো।" (সূরা আহযাব ৪১- ৪২)

وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي -ﷺ- قَال: قَالَ النَّبِيِّ -ﷺ-: ((مَثَلُ الَّذِيْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِيْ لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ)) [رواه البخاري ٧٧٩ و مسلم ١٤٠٧]

আবূ মুসা আশআরী-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম-ﷺ-বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে, আর যে তাঁকে স্মরণ করে না, তাদের উভয়ের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়।" (বুখারী৬৪০৭-মুসলিম৭৭৯)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)) [متفق عليه ٢٦٩٤-٦٤٠٦]

আবূ হুরাইরা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “দু’টি এমন বাক্য বা কালেমা, যা পাঠ করা খুবই সহজ, নেকীর পাল্লায় অতি ভারী এবং আল্লাহর নিকটে খুবই প্রিয়। আর তা হল, “সুবহানাল্লাহি অ বিহামদিহি সুবহা-নাল্লাহিল আযীম” (আল্লাহ পূত-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি পূত-পবিত্র ও মহান) (বুখারী ৬৪০৬-মুসলিম ২৬৯৪)

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لأَنْ أَقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) [رواه مسلم ٢٦٩٥]

আবূ হুরাইরা-রাঃ-থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার” দুআ’টি পাঠ করা আমার নিকট পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে প্রিয়।” (আল্লাহ পূত-পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই, তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, এবং তিনি মহান) (মুসলিম ২৬৯৫)

وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُوْلُ: ((أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) [رواه الترمذي وابن ماجة]

জাবের-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে

শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সর্বোত্তম যিকর হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' (তিরমিজী ও ইবনে মাজা, হাদীসটি হাসান)

কতিপয় যিকর

১। শয়নকালে পড়ার দুআ'

((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا)) [البخاري ٦٣٢٤]

"বিসমিকাল্লাহুম্মা আমুতু অ আহইয়া" (বুখারী ৬৩২৪) (হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়েই শয়ন করছি, আবার তোমার নাম নিয়েই উঠবো।"

২। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পঠনীয় দুআ'

((اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) [البخاري ٦٣١٢]

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা অ ইলাই হিন্নুশুর" (বুখারী ৬৩১২) (সেই আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করলেন। আর আমাদের সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

৩। যানবাহনে আরোহনের দুআ'

((بِسْمِ اللهِ، الْحَمْدُ لله، سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ)) [رواه أبوداود والترمذي]

"বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহা-নাল্লাযী সাক্ষারা লানা-হাযা-অমা-কুন্না-লাহু মুক্বরেনীন অ ইন্না-ইলা রব্বিনা-লামুন ক্বালিবূন" (আমি সেই

আল্লাহর নাম নিয়ে আরোহন করছি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না।" (আবূ দাউদ ও তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)

৪। কোনো স্থানে অবতরণ করলে দুআ'

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ)) [مسلم ٢٧٠٨]

"আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্ব" (আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ঠকারিতা থেকে অশ্রয় প্রার্থনা করছি) (মুসলিম ২৭০৮)

৫। অযূর আগে যা পড়তে হয়

((بسم الله)) أبوداود

'বিসমিল্লাহ' (আমি আল্লাহর নাম নিয়ে অযূ আরম্ভ করছি) (আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

৬। যা অযূর পর পঠনীয় দুআ'

((أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُلُهُ)) [مسلم ٢٣٤]

"আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু অ রাসূলাহু" (আমি সাক্ষ্যি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো

শরীক নেই। আর আমি এটাও সাক্ষ্যি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর প্রেরিত রাসূল এবং তাঁর বান্দা) (মুসলিম ২৩৪)

৭। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পঠনীয় দুআ'

((بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)) [الترمذي]

"বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লা-হ অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ (আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোনো কিছু করার শক্তি-সামর্থ্য নেই" (তিরমিযী, হাদীসটি সহীহ)

৮। বাড়ীতে প্রবেশ করার দুআ

((بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا)) [أبوداود]

"বিসমিল্লাহি অলাজনা-অ বিসমিল্লাহি খারাজনা-অ আ'লা-রব্বিনা-তাওয়াক্কালনা" (আমি আল্লাহর নাম নিয়ে প্রবেশ করছি। তাঁরই নাম নিয়ে বের হয়েছিলাম। আর আমি আমার প্রভুর উপর ভরসা করি) (আবূ দাউদ)

৯। রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করা

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ)) [البخاري ٤٠٥ ومسلم ٣٢٧٠]

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ অ-আ'লা-আলি মুহাম্মাদ-কামা-সাল্লাইতা-আ'লা-ইব্রাহীম্-অ-আ'লা-আলিইব্রাহীম্ ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ, আলল্লাহুম্মা বা-রিক আ'লা মুহাম্মাদ অ আ'লা আলি মুহাম্মাদ কামা-বা-রাকতা আ'লা ইব্রাহীম্ অ আ'লা আলি ইব্রাহীম্ ইন্নাকা হাদুম্ মাজীদ" (হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ-ﷺ-ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর রহমত বর্ষণ করুন! যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ-ﷺ-ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত নাযিল করুন! যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নাযিল করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।" (বুখারী ৩২ ৭০-মুসলিম ৪০৫)

১০। প্রভাতে পঠনীয় দুআ'

((اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ))

[الترمذي أبوداود]

"আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহনা অ বিকা আমসাইনা অ বিকা নাহইয়া অ বিকা নামুতু অ ইলাইকাল মাসীর" (হে আল্লাহ! আমরা তোমারই হুকুমে সকালে উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়। তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করবো। আর তোমার সমীপেই আমরা পুনরুত্থিত হব) আবূ দাউদ ও তিরমিযী)

১১। সন্ধ্যায় পঠনীয় যিকর

((اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ))

[الترمذي وأبوداود]

"আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা অ বিকা আসবাহনা অ বিকা নাহইয়া অ বিকা নামুতু অ ইলাইকান্নুশুর" (আমরা তোমারই হুকুমে সন্ধ্যায় উপনীত হলাম এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হয়। তোমারই হুকুমে আমারা জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন) (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

(২৬) বন্ধু

قال تعالى: ﴿ اَلأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ ﴾ [الزخرف ٤٧]

মহান আল্লাহ বলেন, "বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়।" (সূরা যুখরুফ ৬৭)

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يَالَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً ۞ يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيْلاً ۞ لَقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاَءَنِى وَكاَنَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْساَنِ خَذُوْلاً ﴾ [الفرقان ٢٧]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "সীমালংঘনকারী সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ

অবলম্বন করতাম। হায় দুর্ভোগ আমার! আমি যদি শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। আমাকে অবশ্যই সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট কুরআন পৌঁছনোর পর। আর শয়তান তো মানুষকে বিপদকালে পরিত্যাগই করে।" (সূরা ফুরকান ২৭)

وقال تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ* قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ* يَقُوْلُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ* أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً ءَإِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ* قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُوْنَ* فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ* قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنَ* وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ﴾ [الصافات ٥٠-٥٧]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে, আমার একজন সাথী ছিল। সে বলতো, 'তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?' (আল্লাহ) বলবেন, তোমরা তাকে উঁকি মেরে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে; (তখন) সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রাই ধ্বংসই করেছিলে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে আমাকেও তোমাদের মাঝে উপস্থিত করা হতো।" (সূরা সাফফাত ৫০-৫৭)

وقال ﷺ: الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ)) [الترمذي]

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব-আচরণে প্রভাবিত হয়, সুতরাং যাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তার ব্যাপারে আগে ভেবে নাও।” (তিরমিজী, হাদীসটি হাসান)

وقال ﷺ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ)) [رواه البخاري ٦٦٠ ومسلم ١٠٣١]

“রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, “সাত প্রকার লোককে মহান আল্লাহ তাঁর ছায়ায় স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (তার মধ্যে) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর নিমিত্তে ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্তে বিছিন্ন হয়েছে।” (বুখারী৬৬০-মুসলিম ১০৩১)

নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক মানুষ একজন সাথী-সঙ্গীর প্রয়োজন বোধ করে, সুতরাং এমন সৎ সাথীর নির্বাচন করা দরকার, যে তাকে সৎ পথ দেখাবে এবং সৎকর্ম করতে সহযোগিতা করবে।

২। কখনো কখনো বন্ধু শত্রুর থেকেও অধিক ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হয়, যখন সে তোমাকে অন্যায় ও আল্লাহকে অস্বীকারের পথ দেখায়।

৩। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। কারণ, তারা মুসলিমদেরকে সৎকর্ম ও আল্লাহর আনুগত্যে বাধা সৃষ্টি করে।

(২৭) ধৈর্য্য

قال الله تعالى:﴿ ياأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوْا وَصابِرُوْا﴾ [آل عمران ٢٠٠]

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো এবং বাতিল পন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন করো।" (আল-ইমরান ২০০)

وقال سبحانه: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصابِرِيْنَ﴾ [البقرة ١٥٥]

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ ও ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করবো; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।" (বাক্বারা ১৫৫)

وَعَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ-صلى الله عليه وسلم-: ((عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)) [مسلم ٢٩٩٩]

সুহাইব ইবনে সেনান-রাঃ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-সাঃ-বলেছেন, "মু'মিনের ব্যাপার বড় বিস্ময়কর। অবশ্যই তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। আর এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সুখ-সমৃদ্ধির সময় সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, এটাও তার জন্য মঙ্গল। আবার বিপদ-আপদের সময় সে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য মঙ্গল।" (মুসলিম ২৯৯৯)

وَعَنْ أَنَسٍ -ﷺ- قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ- يَقُوْلُ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ)) [البخاري٥٦٥٣]

আনাস-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআ'লা বলেন, "যখন আমি আমার বন্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর দ্বারা (চক্ষুদ্বয় ছিনিয়ে) পরীক্ষা করি এবং সে তাতে ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাকে উক্ত দু'টি প্রিয় বস্তুর পরিবর্তে জান্নাত দান করবো।" (বুখারী ৫৬৫৩)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -ﷺ- قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ-: ((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِن نَصَبٍ (تعب) وَلاَ وَصَبٍ (مرض) وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) [البخاري ٥٦٣٢]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।" (বুখারী ৫৬৩২)

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قال: ((مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَفِي وَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.) [الترمذي]

আবূ হুরাইরা-ﷺ-থেকেই বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "মু'মিন ও মু'মিনাহ বান্দা বান্দীর জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির উপর অনবরত

বিপদ-আপদ আসতে থাকে তাই তারা গুনাহ থেকে মুক্তাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে।" (তিরমিজী, হাদীসটি সহীহ)

নির্দেশনাবলী

১। প্রত্যেক ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের প্রতি উৎসাহিত করা। কখনো অসন্তুষ্ট না হওয়া, কারণ অসন্তুষ্ট ইবতেলা ও আজমায়েশ তথা পরীক্ষার নেকী থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

২। বিপদ-আপদের মাধ্যমে মুসলিমদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটির মার্জনা হয়।

৩। আল্লাহর ইতাআত ও আনুগত্যে ধৈর্যধারণ, পাপ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকতে ধৈর্যধারণ, ধৈর্যের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে এ দু'টি সর্বোত্তম প্রকার।

৪। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া মুসলিমদের একান্ত কর্তব্য, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ ও মহা বৈজ্ঞানিক। তিনিই বান্দাদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	ইসলামী আদর্শ ও শিষ্টাচার
৫	শির্ক থেকে সতর্কতা ও তাওহীদের মাহাত্ম্য
৬	লোক প্রদর্শন করে আমল করার ভয়াবহতা
১১	দুআ'
১৪	ইলম
১৭	ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদান
২০	ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ প্রদানের আদব
২২	পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা
২৪	সচ্চরিত্রতা
২৬	কোমলতা ও ধীরস্থিরতা
২৮	দয়া-দাক্ষিণ্য
৩০	যুলুম করা হারাম
৩২	মুসলিমের রক্তের মান-মর্যাদা
৩৩	মুসিলমদের পারস্পরিক অধিকার
৩৫	প্রতিবেশীর অধিকার
৩৭	জিভের ভয়াবহতা
৩৯	গীবত হারাম
৪২	সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য ও মিথ্যাবাদিতার নিন্দাবাদ
৪৫	তাওবা
৪৮	তাওবার শর্তাবলী এবং তার কতিপয় বিধান
৪৮	সালাম করা

৫১	আহারের আদব
৫৩	প্রস্রাব ও পায়খানার আদব
৫৪	হাঁচি আসা ও হাই তুলা
৫৭	কুকুর পোষা
৫৮	আল্লাহর যিকির বা স্মরণ
৬০	শয়নকালে পড়ার দুআ’
৬০	ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পঠনীয় দুআ’
৬০	যানবাহনে আরোহনের দুআ’
৬১	কোনো স্থানে অবতরণ করলে দুআ’
৬১	অযূর পর পঠনীয় দুআ’
৬২	ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পঠনীয় দুআ’
৬২	বাড়ীতে প্রবেশ করার সময় পঠনীয় দুআ
৬২	রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করা
৬৩	প্রভাতে পঠনীয় দুআ’
৬৪	সকাল ও সন্ধ্যায় পঠনীয় যিকির
৬৪	বন্ধুত্ব স্থাপন
৬৭	ধৈর্য ধরা